গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ (বিআরডব্লিউটিপি-১)

প্রকল্পে
অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন পদ্ধতি
(জিআরএম)

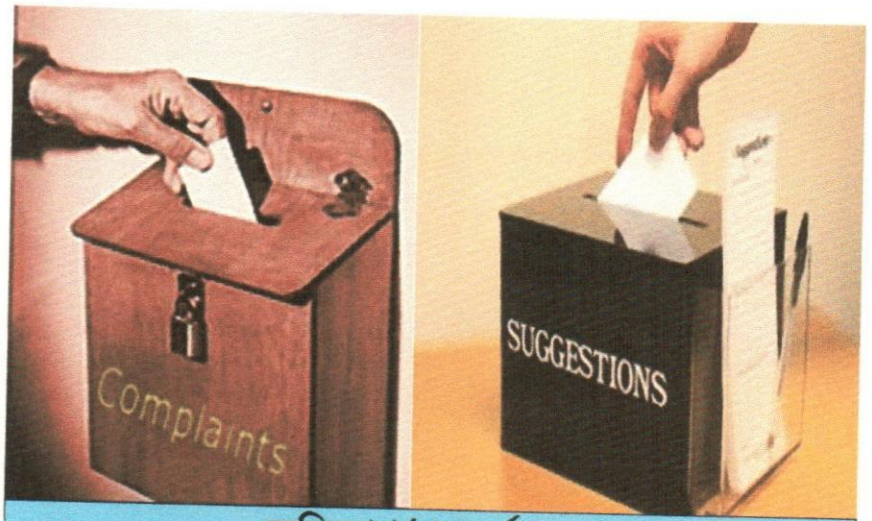

অভিযোগ/পরামর্শ বাক্স

প্রচার পত্র

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য প্রদান, অস্পষ্টতার বিষয়ে ব্যাখ্যা দান, অভিযোগ গ্রহণ ও দ্রুত নিরসনের জন্য এটি একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ নৌ-করিডোর এবং নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল-এর বর্ধিতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার রুট বা নৌ-পথ হিসেবে সনাক্ত ও চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীণ নৌ-যান এ করিডোরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং দৈনিক প্রায় ২ (দুই) লাখ যাত্রী এসব নৌ-পথ ব্যবহার করে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ করার ক্ষেত্রে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল অভ্যন্তরীণ নদী টার্মিনালসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক পথের ওপর পণ্যবহী যানবাহনের চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা -আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)'-শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিইটিএ) কর্তৃক গত ২০ মার্চ ২০১৭ হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রস্তাবিত শ্মশানঘাট নদী বন্দর

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

অত্র প্রকল্পে, প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ অঞ্চলের নৌ-করিডোরের সক্ষমতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং একে টেকসই খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের প্রধান-প্রধান কাজসমূহ

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম করিডোরের আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল মূলনদী ও শাখাসমূহ Performance Based Contract (PBC) ড্রেজিং-এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাব্যতা সংরক্ষণ (প্রায় ৮০০ কিঃমিঃ নৌ-পথ);
- উক্ত নৌ-রুটের ৩টি ফেরী ক্রচিং এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং যথা- চাঁদপুর-শরিয়তপুর, লক্ষীপুর-ভোলা এবং ভেদুরিয়া-লাহারহাট;
- ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন (শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল) এবং ২টি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ);
- বিভিন্ন স্থানে ১৫টি লঞ্চ ঘাট (ল্যান্ডিং ষ্টেশন) নির্মাণকরণ যেমন- ভৈরব বাজার, আলু বাজার, হরিণা, হিজলা, মজু চৌধুনী, ইলিশা (ভোলা), ভেদুরিয়া, লাহারহাট, বহদ্দারহাট, দৌলতখাঁ, চেয়ারম্যাঘাট (চরভাটা), মতিরহাট, তজুমদ্দিন, মনপুরা ও তমুরুদ্দিনে;
- ২টি মাল্টি পারপাস ভেসেল সংগ্রহ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ইত্যাদি।

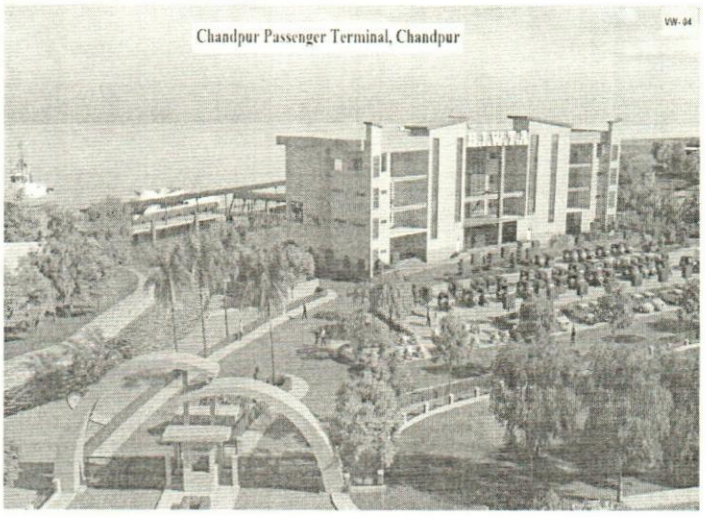

প্রস্তাবিত চাঁদপুর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

এ প্রচার পত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (বিআরডব্লিউটিপি-১)'-এর উপরোক্ত কার্যাদি বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তি, নৌ-পথ ব্যবহারকারী বা সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর এতোদসংক্রান্তে যদি কোন মতামত বা পরামর্শ থাকে তবে তা সহজে প্রকাশ ও অভিযোগ থাকেলে তবে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের ও প্রতিকার পেতে পারেন সে প্রয়াসে এ প্রচার পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM) কেন?

প্রকল্পের আওতায় নদী খনন, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন, কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন স্থানে লঞ্চঘাট নির্মাণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, রিকুইজিশন ও সংস্থার নিজ বা সরকারী জমি খালি করার কারনে অনেকেই স্থানান্তরিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্ষতিপূরন প্রাপ্তি ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অনেকের অস্পষ্টা, জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকতে পারে।

প্রস্তাবিত বরিশাল প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

এছাড়াও প্রকল্পের এসব কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের উপকারভোগী/ব্যবহারকারীগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের জন্য ক্রয়, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, পরিবেশগত সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগ থাকতে পারে।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নদী খনন ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন দেশ হতে বিপুল পরিমান জনবলের (পুরুষ ও মহিলা) সমাগম ঘটবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও পরিবহন শ্রমিকের সমাগম ঘটতে পারে। ফলে নদী খনন ও নির্মাণসংশ্লিষ্ট এলাকায় এ বিপুল পরিমান জনবলের সমাগম ঘটায় তাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াতসহ অত্র এলাকার সীমিত সম্পদের ওপর চাপ পড়বে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নানাবিধ সামাজিক সমস্যা যেমনঃ নারী পাচার, এইডস ও এইচআইভিসহ নানাবিধ যৌন-বাহিত রোগের বিস্তার ঘটতে ও সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকায় নারী বা শিশু যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপিড়নের শিকার হতে পারে অথবা জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ইত্যাদির মত ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও খনন ও নির্মান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিক ও জনবল বা অন্যান্য বহিরাগতগন কর্তৃক খনন ও নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট এলাকায় যেকোন ধরনের দূর্ঘটনা বা অপ্রিতিকর ঘটনাও ঘটতে পারে। ফলে এসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী/ভুক্তভোগীগনের অভিযোগ থাকতে পারে।

Deck & Engine Personnel Training Centre (DEPTC)
at Narayanganj

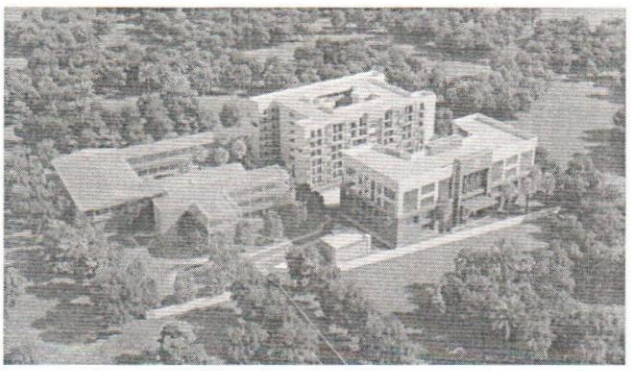
প্রস্তাবিত নারায়ণগঞ্জ ডিইপিটিসি ভবন

প্রকল্পে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM)

উপরক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প কাঠামোতে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (Grievanc Redressal Mechanism - GRM)'র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

ক্ষেত্র যেমনঃ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, প্রকল্পের জন্য ক্রয় ও নির্মাণ কাজের গুণগতমান, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগ থাকে তবে তা গ্রহণ ও নিরসনের ব্যাবস্থা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করে থাকবেন। তবে বাংলাদেশের যেকোন আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (GRM)-তে বিবেচিত হবে না।

এছাড়াও প্রকল্পের খনন ও নির্মান কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে খনন ও নির্মানসংশ্লিষ্ট এলাকায় খনন ও নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিক ও জনবল বা খনন ও নির্মাণসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বহিরাগত কর্তৃক যদি কোন নারী বা শিশু যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপিড়নের শিকার হয় বা জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ইত্যাদির মত ঘটনা ঘটে বা কোন নারী বা শিশু গুরুতরভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তবে অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অভিযোগ নিরসন কমিটি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নারী বা শিশুর জরুরি চিকিৎসা ও থানা-পুলিশসহ যাবতীয় আইনি সহায়তা দিয়ে থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া সকল নারী ও শিশু ধর্ম, বর্ন, গোষ্ঠি ও জাতি নির্বিশেষে সকলকেই সমান ও নিরপেক্ষভাবে উল্লেখিত সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়াও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া যৌনকর্মী, আদিবাসী ও প্রতিবন্দী মহিলাকেও সমান ও নিরপেক্ষভাবে উল্লেখিত সুবিধাদি প্রদান করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে অভিযোকারীর পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছা থাকলে তা অনুরোধের প্রেক্ষিতে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

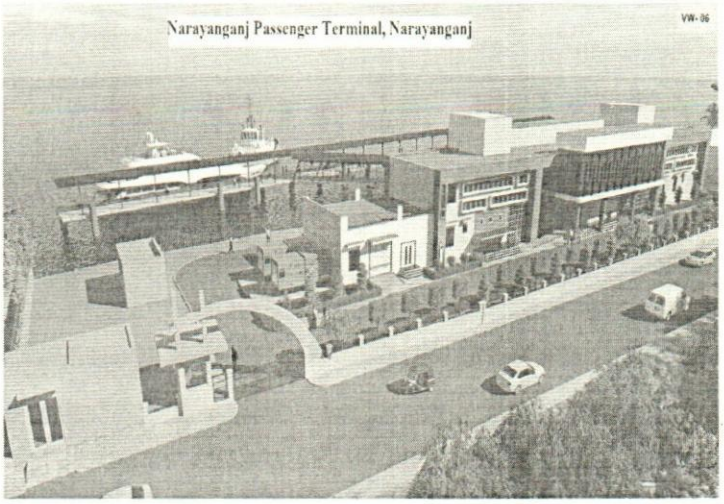

প্রস্তাবিত নারায়ণগঞ্জ প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য প্রকল্পে তিন স্তরবিশিষ্ট অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievance Redressal Committee-GRC) গঠন করা হয়েছে। প্রথম স্তরের জিআরসি সাইট পর্যায়ে (Site Level) গঠন করা হয়েছে; দ্বিতীয় স্তরের জিআরসি নদী বন্দর পর্যায়ে (River Port Level) এবং প্রকল্প পর্যায়ে (Project Level) তৃতীয় স্তরের জিআরসি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচলক, 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (বিআরডব্লিউটিপি-১)', বিআইডব্লিউটিএ-কে আহবায়ক করে প্রকল্প পর্যায়ে জিআরসি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও ভোলা নদীবন্দরের প্রতিটির অধীনে নদী বন্দর পর্যায়ে জিআরসি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে ঢাকা নদী বন্দরের অধীন ১টি, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীন ১টি, আশুগজ্ঞ-ভৈরব বাজার নদী বন্দরের অধীনে ১টি, চাঁদপুর নদী বন্দরের অধীনে ২টি, বরিশাল নদী বন্দরের অধীনে ২টি, ভোলা নদী বন্দরের অধীনে ২টি করে মোট ৯টি স্থানীয় পর্যায়ে জিআরসি গঠন করা হবে। তবে ইতঃমধ্যেই ঢাকা নদী বন্দরের অধীন ১টি,

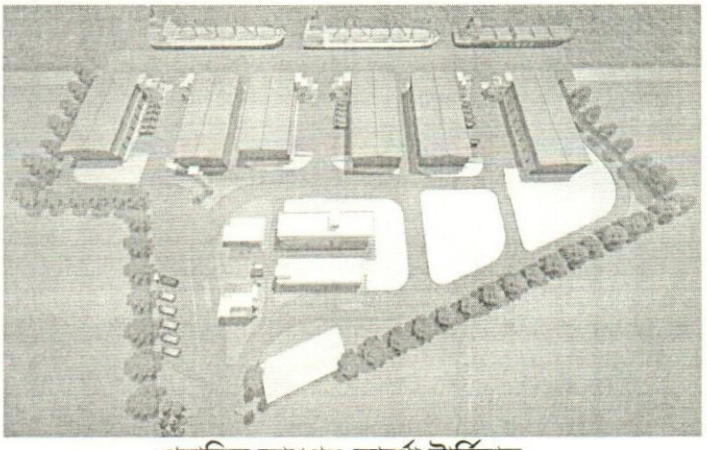
প্রস্তাবিত আশুগঞ্জ কার্গো টার্মিনাল

নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীন ১টি, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দরের অধীনে ১টি, চাঁদপুর নদী বন্দরের অধীনে ১টি, বরিশাল নদী বন্দরের অধীনে ১টি করে মোট ৫টি স্থানীয় পর্যায়ে ও ৫টি নদী বন্দর পর্যায়ে জিআরসি গঠন করা হয়েছে।

প্রকল্পে অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন পদ্ধতি

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) কর্তৃক ৩০ (ত্রিশ) কর্ম দিবসের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক-এর সুরক্ষা নীতিমালা, প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) ও বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তদন্ত সাপেক্ষে (প্রয়োজনে) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরামর্শ বা মতামত প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলে সেটি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগগ্রহণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানিয়ে দিবেন।

অভিযোগ দাখিল করার নিয়ম

মতামত বা পরামর্শ প্রদান ও অভিযোগ লিখিত আকারে প্রমাণাদি যুক্ত করে দাখিল করতে হবে। তবে তা পরবর্তীতে শুনানির সময়েও দাখিল করা যেতে পারে। অভিযোগ দায়েরর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী নিম্নোক্ত ফরম ব্যবহার করতে পারেন।

অভিযোগ পত্রের নমুনা ফরম

অভিযোগের বিষয়ঃ ----------

অভিযোগকারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) ঃ ----------

পিতা/স্বামীর নাম ঃ ----------

মাতার নাম ঃ ----------

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ----------

পূর্ণ ঠিকানাঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ---------- উপজেলা ঃ ----------ওর্য়াড নম্বর ঃ --------

ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ঃ ----------মোবাইল নং ঃ ----------

অভিযোগের বিবরণ ঃ ----------

অভিযোগকারীর প্রত্যাশার বিবরণঃ ----------

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর ঃ ----------

তারিখ ঃ----------

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন প্রক্রিয়া

অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)'র কার্যালয়ে পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগ জমাদান এবং এগুলোর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

ধাপ-১

সব পরামর্শ, মতামত বা অভিযাগ স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি'র মাধ্যমে গ্রহণ ও নিরসন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগপত্র সরাসরি জিআরসি-তে জমা দিতে পারবেন অথবা ড্রপ বক্স, ডাক যোগে, ল্যান্ডফোন/মোবাইলফোন ও ই-মেইল-এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারবেন। এছাড়াও সংক্ষুব্ধ/ অভিযোগকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA) কর্তৃক নিয়োজিত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (Resettlement Action Plan-RAP) বাস্তবায়নকারী এনজিও স্টাফের সহায়তাও স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি'র কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবেন। এছাড়াও যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপীড়নের শিকার বা জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বা গুরুতরভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া কোন নারী বা শিশু নিজে বা নিকটতমব্যাক্তি/আত্নীয়ের মাধ্যমে অভিযোগপত্র দায়ের করতে পারেন। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া কোন নারী বা শিশু তার পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছা থাকলে তা অনুরোধের প্রেক্ষিতে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত পরামর্শ ও অভিযোগগুলো স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি'র সদস্য-সচিব গুরুত্ব অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করবেন এবং রেজিস্টারে স্বতন্ত্র সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করবেন। জিআরসি'র সদস্য-সচিব গুরুতরভাবে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া কোন নারী বা শিশুর ক্ষেত্রে তদন্তপূর্বক (প্রয়োজনে) জিআরসি'র আহবায়ক ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ৪-১২ ঘন্টার মধ্যে জরুরি চিকিৎসা ও থানা-পুলিশসহ প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও জিআরসি'র সদস্য-সচিব প্রাপ্ত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (গুরুতর নয় এমন অভিযোগ) ও অন্যান্য অভিযোগ নিরসনে-

ধাপ-২

সাইট পর্যায়ের জিআরসি ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক (প্রয়োজনে) শুনানী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন এবং সম্ভব হলে শুনানী অনুষ্ঠানেই সিদ্ধান্তগ্রহণপূর্বক সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। সভার কার্য-বিবরণী'র সার-সংক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্তবই-এ লিপিবদ্ধ করবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবেন। স্থানীয় পর্যায়ে জিআরসি'র সিদ্ধান্ত যদি সংক্ষুব্ধ (অভিযোগকারী) ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে-

ধাপ-৩

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, অভিযোগ/ অভিযোগসমূহের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ অভিযোগ/ অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি-তে পাঠাবেন। সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগ/ অভিযোগসমূহের বিষয়ে সভা আহবান করবেন এবং সভা শেষে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। এ পর্যায়ে এসেও যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি (অভিযোগকারী) বা ব্যক্তিবগের্র কাছে জিআরসি'র সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে-

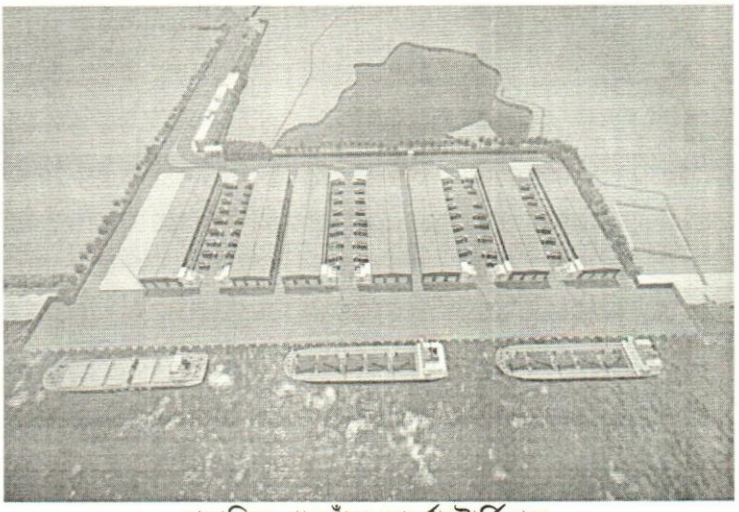

প্রস্তাবিত পানগাঁও কার্গো টার্মিনাল

ধাপ-৪

সংশ্লিষ্ট নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি অভিযোগ/অভিযোগসমূহের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ অভিযোগ/অভিযোগসমূহ প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি-তে পাঠাবেন। প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগ/অভিযোগসমূহের বিষয়ে সভা আহবান করবে এবং সভা শেষে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবে। এ পর্যায়ে এসেও যদি কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবগের্র দ্বারা পুনরায় অপ্রত্যাশিত বলে বিবেচিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

ধাপ-৫

জিআরসি'র সভায় গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রণীত সব কার্যবিবরণী (Minutes) প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন করবেন এবং অনুমোদিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি'র নিকট পাঠাবেন। জিআরসি'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,বাস্তবায়নকারী এনজিও স্টাফের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে জানানো হবে।

অভিযোগ দায়ের বা পরামর্শের বিষয়ে অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে পরামর্শ বা মতামত প্রদান ও অভিযোগ দায়ের বিষয়ে অধিকতর তথ্যের জন্য প্রকল্প পর্যায়ে যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ

ঠিকানা-১

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, প্রকল্পভুক্ত ক্রয় ও নির্মাণ কাজের গুণগতমান, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগ থাকে তবে তা দায়ের এবং এসংক্রান্তে অধিকতর তথ্য পেতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ

মোঃ মুনজুরুল হক

উপ-পরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ এবং পরিবেশ ও সামাজিক সেল প্রধান, পিআইইউ
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প
বিএসসি টাওয়ার, লেভেল-১৯ ও ২১, ২-৩ রাজউক এভিনিউ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল ফোন ঃ +৮৮ ০১৭২২১৭৯৪৭৯
ই-মেইল ঃ monju_biwta@yahoo.com

ঠিকানা-২

বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকল্প এলাকার কোন নারী বা শিশু যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপিড়নের শিকার বা জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ইত্যাদির মত ঘটনা ঘটে বা কোন নারী বা শিশু গুরুতরভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তবে এসংক্রান্তে অভিযোগ দায়ের এবং এসব বিষয়ে অধিকতর তথ্য পেতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ

সালমা আফরোজ

উপ-পরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ এবং এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেল, পিআইইউ
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প
বিএসসি টাওয়ার, লেভেল- ১৯ ও ২১
২-৩ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ +৮৮ ০১৯৬৮৩৯০০৪০
ই-মেইল ঃ salmaafroz1077@gmail.com

অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)'র ঠিকানা

প্রকল্পে অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসনের নিমিত্ত তিন স্তরবিশিষ্ট অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করা হয়েছে। এ তিন স্তরের জিআরসি'র ঠিকানা নিম্নরূপ:

সাইট পর্যায়ে জিআরসি'র ঠিকানা

১। ঢাকা নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, শ্মশানঘাট ও পানগাঁও নির্মাণ এলাকা

ও

সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা

২। নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, নারায়ণগঞ্জ ও ডিইপিটিসি নির্মাণ এলাকা

ও

সহকারী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, নারায়নগঞ্জ

৩। আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, আশুগঞ্জ কার্গো টার্মিনাল ও ভৈরব বাজার লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা

ও

সহকারী প্রকৌশলী, আশুগঞ্জ নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৪। চাঁদপুর নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, চাঁদপুর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, আলু বাজার ও হরিণা লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা ও

সহকারী প্রকৌশলী, চাঁদপুর নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, চাঁদপুর

৫। বরিশাল নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, বরিশাল প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ও লাহারহাট লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা ও হিজলা লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা; চেয়ারম্যান ঘাট লঞ্চ ঘাট ও মজু চৌধুরী ও বন্দারহাট লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা

ও

সহকারী প্রকৌশলী, বরিশাল নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল

৬। ভোলা নদী বন্দর

আহবায়ক,

সাইট পর্যায়ের জিআরসি, ইলিশা, ভেদুরিয়া ও দৌলতখাঁ লঞ্চ ঘাট; তজুমুদ্দিন, মনপুরা ও তমুরুদ্দিন লঞ্চ ঘাট নির্মাণ এলাকা

ও

সহকারী প্রকৌশলী, ভোলা নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, ভোলা

নদী বন্দর পর্যায়ে জিআরসি'র ঠিকানা

১। ঢাকা নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, ঢাকা নদী বন্দর
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা নদী বন্দর, বিআইডব্লিউটিএ,
সদরঘাট, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১০৫২৮১৪৫
ই-মেইলঃ enger.motiul05@gmail.com.

২। নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর,
বিআইডব্লিউটিএ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৫৩৫১১২৫১১
ই-মেইলঃ johirbiwta@gmail.com

৩। আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর
ও
বন্দর কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজার নদী বন্দর,
বিআইডব্লিউটিএ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইলঃ ০১৬৭০৮৮৪৯৭৫

৪। চাঁদপুর নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, চাঁদপুর নদী বন্দর
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর নদী বন্দর, বিআইডব্লিউটিএ,
চাঁদপুর।
মোবাইলঃ ০১৭২৩৫৭৩৭৭৪
ই-মেইলঃ amzad06biwta@gmail.com

৫। বরিশাল নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, বরিশাল নদী বন্দর
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল নদী বন্দর, বিআইডব্লিউটিএ,
বরিশাল
মোবাইলঃ ০১৭৭৮৫৫৩৩৭৪
ই-মেইলঃ eng.mamunbiwta05@gmail.com

৬। ভোলা নদী বন্দর

আহবায়ক,
নদী বন্দর পর্যায়ের জিআরসি, ভোলা নদী বন্দর
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা নদী বন্দর
বিআইডব্লিউটিএ, ভোলা
মোবাইলঃ ০১৭৭৮৫৫৩৩৭৪
ই-মেইলঃ eng.mamunbiwta05@gmail.com

প্রকল্প পর্যায়ে জিআরসি'র ঠিকানা

আহবায়ক,

প্রকল্প পর্যায়ের জিআরসি

ও

প্রকল্প পরিচালক, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিএ

বিএসসি টাওয়ার, লেভেল-১৯ ও ২১, ২-৩ রাজউক এভিনিউ

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মোবাইল ফোন ঃ +৮৮০১৭১৬৩১৪৫৮০

ই-মেইল ঃ pd.brwtp1.biwta@gmail.com

প্রকল্প অফিসের ঠিকানা

বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (বিআরডব্লিউটিপি-১)

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর

বিএসসি টাওয়ার, লেভেল-১৯ ও ২১, ২-৩ রাজউক এভিনিউ

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

টেলিফোন: +৮৮০০১৭১৬৩১৪৫৮০

ই-মেইলঃ pd.brwtp1.biwta@gmail.com